এলজিইডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯

সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো
নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো

সাফল্যের সারথি

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার ২০১৯

সাফল্যের সারথি

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ ১
নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি ২
সাফল্যের সারথি ৫

পল্লি উন্নয়ন

রাহেলা বেগম ৬
মোছাঃ ফরিদা ৮
স্মৃতি কণা মন্ডল ১০

নগর উন্নয়ন

শিউলী রানী দে ১২
জমিলা বেগম ১৪
লিলি আক্তার ১৬

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন

মোছাঃ মরতুজা বেগম ১৮
ইতি সুলতানা ২০
নূরজাহান বিবি ২২
মায়া রানী বিশ্বাস ২৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০-২০১৮ ২৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী: ২০১০-২০১৮ ২৭
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের ভারত সফর ৩০
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা ৩২
এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন: ফটো অ্যালবাম ৩৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য-

'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো
নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো'।

এবারের প্রতিপাদ্যে নারী-পুরুষ সমতায় সমাজের সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী নারীরা বঞ্চিত। নারীর অগ্রগতির পথে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। তারপরও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশ অনেক এগিয়েছে। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূচকে এবং অনেক গবেষণা প্রতিবেদনে। নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে গত এক দশকে বাংলাদেশ উনিশ ধাপ এগিয়েছে। বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শীর্ষে।

বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়নে সমন্বিত ও উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীদের সম্পৃক্ত করে। এ উদ্যোগ ছিল নারী উন্নয়নে এলজিইডির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ধাপে ধাপে শহর ও গ্রামের দুস্থ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিধি বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি নারীর দক্ষতা ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের দিকে নজর দেয়।

এলজিইডি সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করছে। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ, সঞ্চয় কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রসারিত করে নারীর ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে।

অসহায় ও দুস্থ নারীরা শৃংখল ভেঙে অদম্য গতিতে বেরিয়ে আসছেন। এলজিইডির সহায়তা ও নিজেদের উদ্যোগ মিলিয়ে তাঁরা তৈরি করছেন সাফল্যগাথা। দেশজুড়ে জয়িতা নারীদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার গল্প অন্যদের জন্য হয়ে উঠেছে প্রেরণার উৎস। এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাথা প্রচার ও এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এ ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডির অংশগ্রহণ, এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, এলজিইডির তিনটি সেক্টর, যথা- পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন আজ এলজিইডির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এলজিইডি বিশ্বাস করে নারীর ক্ষমতায়নে সমন্বিত ও উদ্ভাবনী কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গিকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এলজিইডি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির প্রয়াসের রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি। এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্যদিয়ে। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততার পরিধি বাড়ানো হয়।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে এ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম 'পল্লি ও শহর' অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তির, নারী কেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

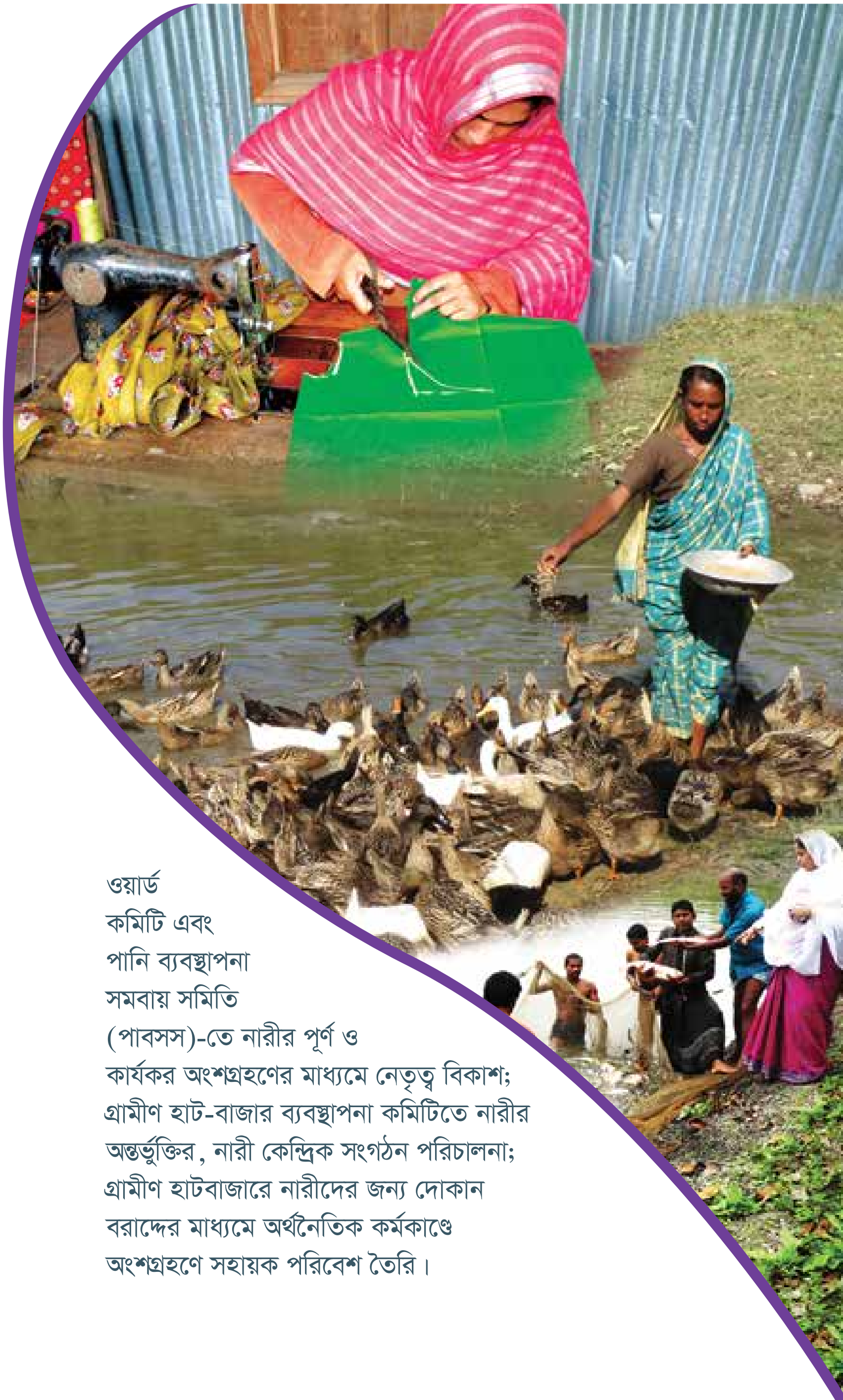

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁসমুরগি পালন, শাকসবজি চাষ করছেন। টেইলারিংসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এবং দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন। আজ পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবারের নিশ্চয়তা, চিকিৎসা সুবিধা ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন। অনেক নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জায়গা কিনে বাড়িঘর বানিয়েছেন। বসবাসের জন্য মানসম্মত পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে পরিবারের জন্য বেশকিছু সম্পদ কিনেছেন; যেমন, চাষাবাদের জন্য জমি, বাড়ির জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরা মোবাইল প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তা এসেছে, হয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলীও বিকশিত করেছে। এসব নারীরা আজ স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে। বেড়েছে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা। সভা-সমিতিতে স্বাধীনভাবে মতামত তুলে ধরতে পারছেন। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্ম নিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ দেশের অগ্রগতিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের পরিচয় পেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার সকল যোগ্যতা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ এ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। জাতীয় অগ্রগতির এ ধারা অব্যহত থাকলে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে উন্নয়শীল দেশ হিসেবে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করবে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে অভিলক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জন সহজ হবে। আর এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

সাফল্যের সারথি

বাংলাদেশ প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। দেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ঘটছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিস্ময়কর। মহাকাশে ঘুরছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল আজ বাংলাদেশ। আর এসব অর্জনে রয়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠে আসা অদম্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অন্যতম সারথি আমাদের নারীরা। নারীর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশ।

শহর ও গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীরাও আছেন প্রগতির এই মিছিলে। নিষ্ঠা, প্রত্যয় আর সাহসী পদক্ষেপে অনেক নারী আজ 'দুস্থ' বিশেষণটি ঝেড়ে ফেলেছেন, হয়েছেন স্বাবলম্বী। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অন্তর্নিহিত সঞ্জিবনী শক্তির দ্বার আজ খুলে গেছে। নিজপায়ে দাঁড়িয়ে জীবনের সুধা পান করছেন নতুন বিন্যাসে নতুন আঙ্গিকে। কেবল নিজে নয় অন্যদেরও করছেন সাফল্যের সারথি। নারীর ক্ষমতায়নের এই অভিযাত্রায় সার্বক্ষণিক পাশে রয়েছে এলজিইডি।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক নারী, পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান। ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮৮ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেককে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। এ বছর তিন সেক্টরে ১০জন শ্রেষ্ঠ সফল নারীকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

রাহেলা বেগম
এক পরিবর্তনের প্রতিভূ

রাহেলা বেগম মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। জীবনযুদ্ধে এক সফল নারী। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে নিজেই সংসারের হাল ধরেন। এলজিইডির সিসিআরআইপির আওতায় বাজার নির্মাণে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবর্তন সূচিত হয়। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ রাহেলা বেগমকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। মজুরি আর নির্মাণ কাজের লভ্যাংশ বিনিয়োগ করে তিনি গড়ে তুলেন একটি মুদি দোকান। ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার ঘটান, হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী।

রাহেলা বেগম তাঁর মলিন দিনগুলো বদলে ফেলেছেন। আঁধার ঘরে আলো এনেছেন। এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিসিআরআইপি) প্রকল্পের আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস) এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি তাঁর সাফল্যের পথ তৈরি করে দিয়েছে।

রাহেলা বেগম তিন সন্তানের জননী। মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। একসময় আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পঙ্গু স্বামীর রোজগারের সামর্থ্য না থাকায় দারিদ্র্যের শেকল ভাঙতে হাল ধরেন রাহেলা বেগম।

রাহেলা বেগমের জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে। লেখা-পড়া বেশি দূর এগুয়নি। দারিদ্র্যের কারণে অল্পবয়সেই বাবা-মা রাহেলার বিয়ে দিয়ে দেন। পঙ্গু স্বামীর কাজ করার ক্ষমতা না থাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে যা রোজগার করতেন, তা দিয়ে সংসার চলছিল না। সংসারে আসে এক কন্যা সন্তান। এরপর আরও দুটি সন্তান জন্ম নেয়। স্বামী যৎসামান্য আয়ে সংসার চলছিল না। বাধ্য হয়ে সংসারের খরচ মেটাতে রাহেলা বেগম গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিস্কুট বিক্রি শুরু করেন। এ থেকে অর্জিত আয় ও স্বামীর ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়েও তিনবেলার খাবার জুটতো না।

দিশেহারা রাহেলা এ সময় শুনতে পান এলজিইডির সিসিআরআইপি এর আওতায় স্থানীয় বৈরাগীর বাজারে মার্কেট নির্মাণের জন্য চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল নিয়োগের কথা। তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ পান। দৈনিক ২০০ টাকা মজুরিতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ শুরু করেন। নির্মাণ কাজ শেষে প্রায় ২৬,৪০০ টাকা পান লভ্যাংশ হিসেবে। নির্মিত মার্কেটে সরকারি নীতিমালার আলোকে একটি দোকান বরাদ্দ পান।

দারিদ্র্যকে পরাজিত করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সাফল্যে রাহেলা বেগম আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন

শ্রমিক মজুরি হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করে এর সঙ্গে লভ্যাংশের অর্থ মিলিয়ে তিনি দোকান পরিচালনা শুরু করেন। ঘুঁচতে থাকে তাঁর দারিদ্র্য। রাহেলা বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবস্থা করেছেন। করেছেন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, বাসগৃহের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনেছেন। বসতবাড়ীর জন্য চার শতক জায়গা কিনেছে; কিনেছেন কিছু কৃষিজমি। পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা এসেছে। রাহেলা বেগমের সংসারে আজ আর কোনো অভাব নেই। সন্তানেরা আজ পড়ালেখা শিখছে। তিনি নারী বিপণি কেন্দ্র কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। রাহেলা তার ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে চান। বাড়ির পাশে একটি মুরগির খামার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে আছে তাঁর। আপন নিশানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন রাহেলা বেগম। হয়ে ওঠেছেন পরিবর্তনের প্রতিভূ।

মোছাঃ ফরিদা অপরাজেয় নারীর প্রতীক

মোছাঃ ফরিদা নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ফরিদার বিয়ে হয়ে যায়। তিন সন্তানের পরিবারে ছিল সীমাহীন অভাব। অভাব থেকে মুক্তি তিনি চল্লিশ দিনের এক কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বামী এ কাজে বাধা দিলে তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে এলজিইডির আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে খুলে যায় নতুন দিগন্ত। শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাঁকে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলে। দিনে দিনে আয় বাড়তে থাকে। হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল। মোছাঃ ফরিদা আজ অপরাজেয় নারীর প্রতীক।

মোছাঃ ফরিদা বেগম নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ফরিদার বিয়ে হয়ে যায়। তিন সন্তানের পরিবারে ছিল সীমাহীন অভাব। কীভাবে সংসার চালাবেন সে দুঃশ্চিন্তায় অসহায় হয়ে পড়েন। দারিদ্র্যের কালো থাবা আঁছড়ে পড়ে সংসারে। সন্তানদের নিয়ে পড়েন মহাসংকটে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তিনি চল্লিশ দিনের এক কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বামী এ কাজে বাধা দিলে তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এলজিইডির আওতায় পল্লি রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীতে (আরএমপি) পাঁচ বছর কাজ করার সুযোগ পান। শ্রমিক হিসেবে মজুরির এক-তৃতীয়াংশ অর্থ কর্মসূচির নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে সঞ্চিত রাখতে হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষে তিনি সঞ্চয়ের ৭২ হাজার টাকা পান। এ অর্থ দিয়ে তিনি গবাদিপশু ক্রয় করেন।

পরবর্তীতে এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় দুবছর গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে খুলে যায় নতুন জানালা। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পাশাপাশি প্রকল্প ও অন্যান্য এনজিও থেকে হাঁসমুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, সবজি চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ওপর প্রশিক্ষণ নেন। প্রকল্পের কাজ শেষে সঞ্চিত ৩৬,৫০০ টাকা দিয়ে তিনি আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করেন। ধীরে ধীরে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

প্রশিক্ষণ ফরিদার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাগুলো বিকাশের পথ খুলে দেয়। সূচিত হয় দৃপ্ত পথচলা। তাঁর দৈনিক আয়ের পথ তৈরি হয়। একইভাবে জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ অবদান রাখতে থাকে। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে তিনি গরু ছাগল মোটাতাজাকরণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেন। আগে ফরিদার মাসিক আয় ছিল ৩,০০০ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,০০০ টাকায়। ফরিদার আর্থিক সার্মথ্য বেড়েছে, তৈরি হয়েছে নতুন পরিচয়। ফিরে পেয়েছেন মর্যাদাপূর্ণ জীবন। সন্তানদের পড়ালেখা শেখাতে পারছেন। বাসাবাড়ির প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনেছেন। কিনেছেন বসতভিটার জন্য জায়গা। নির্মাণ করেছেন নিজ বাসগৃহ। ফরিদার নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়েছে। তিনি সাহসী হয়ে ওঠেছেন। যৌতুক ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বিশেষ অবদান রাখছেন। ফরিদা রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিক দলের সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে আরও কাজ করতে চান। তাদের এগিয়ে নিতে চান। ফরিদার আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার গল্প অন্যদের জন্য হয়ে উঠেছে অনুকরণীয়। তিনি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন অনন্য আলোকবর্তিকা।

স্বাবলম্বী হওয়ার সাফল্যের জন্য মোছাঃ ফরিদা আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

স্মৃতি কণা মন্ডল এক জয়িতা স্মারক

স্মৃতি কণা মন্ডলের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামে। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের স্বপ্নের পথে দারিদ্র্য হয়ে দাঁড়ায় মূল বাধা। তিনি অদম্য। লড়াই না করে হারতে চান না। অনেক সংগ্রাম শেষে এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের (সিসিআরআইপি) আওতায় শুয়াগ্রাম বাজারে নির্মিত নারী বিপণি কেন্দ্রের একটি দোকান বরাদ্দ পান। শুরু হয় স্বপ্নের পথচলা বিপণিকেন্দ্রে গড়ে তুলেন বিউটি পার্লার, কসমেটিক সামগ্রী, শাড়ি ও থান কাপড়ের ব্যবসা। এ উদ্যোগ স্মৃতি কণা মন্ডলকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে। আজ তিনি এক জয়িতা স্মারক।

স্মৃতি কণা মন্ডল তিন সন্তানের জননী। বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামে। সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে সফল হয়েছেন।

প্রথম জীবনে স্মৃতি কণা মন্ডল কাজের সন্ধানে স্বামীকে নিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গার্মেন্টসে কাজসহ নানাবিধ কাজ করে দিন বদলের চেষ্টা করেন। কাজের পাশাপাশি বিউটি পার্লারে প্রশিক্ষণ নেন। এসময় তিনি সন্তান সম্ভবা হলে তার পক্ষে আর আয়-রোজগার করে ঢাকায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে তিনি মায়ের কাছে ফিরে আসেন। প্রথম সন্তান জন্মের পর বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারছিলেন না। হয়ে পড়েন ঋণগ্রস্ত।

এ দুর্বিষহ সময়ে তিনি এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি) এর আওতায় বাজার নির্মাণের জন্য চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস) এর সদস্য হন। এ প্রকল্পের নির্মিত নারী বিপণি কেন্দ্রে একটি দোকানের মালিক হন। শ্রমিক হিসেবে মজুরি এবং এলসিএস এর সদস্য হিসেবে লভ্যাংশ ও প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি বিউটি পার্লার, শাড়ি ও থান কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর চলার নতুন পথ তৈরি হয়। স্মৃতি কণা মন্ডল এলজিইডির পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার থেকে জীবনভিত্তিক বেশকিছু প্রশিক্ষণ পান। এ উদ্যোগ তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে।

বর্তমানে স্মৃতি কণার আয় মাসে ১২,০০০ টাকা। সন্তানেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

জীবন সংগ্রামে অনন্য সাফল্যের জন্য স্মৃতি কণা মন্ডল আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

পরিবারে তিন বেলা খাবারের নিশ্চিয়তা এসেছে। বাড়িতে নলকূপ ও টয়লেট স্থাপন করেছেন। হাতে এসেছে মোবাইল প্রযুক্তি। নিয়মিত সঞ্চয় করছেন। বেশকিছু পারিবারিক সম্পদও করেছেন। ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা বেড়েছে স্মৃতি কণা মন্ডলের। তিনি নারী বিপণি কেন্দ্রের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দিচ্ছেন গ্রামের বিভিন্ন নারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ। তিনি স্থানীয় দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় সদস্য এবং স্বাস্থ্য কমিটির সহ-সভাপতি। তাঁর বিউটি পার্লার থেকে এক নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই একটি পার্লার করেছেন। বর্তমানে অন্য এক নারী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। স্মৃতি কণা মন্ডল নারী অধিকার রক্ষায় রাখছেন অগ্রণী ভূমিকা। তাঁকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

শিউলী রানী দে
আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী

বেনাপোল পৌরসভার বাসিন্দা শিউলী রানী দে। জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক নারী। একদিন যাঁর স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিলো নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্মম নিষ্ঠুরতায়। একমাত্র শিশু সন্তানকে ছেড়ে স্বামী গৃহত্যাগী হন। কিন্তু হারার আগেই হেরে যাননি তিনি। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর সহায়তায় পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলেন নিজেকে। আজ তিনি দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে জয় করেছেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী হিসেবে। তাঁর এ সফলতার অভিযাত্রায় এলজিইডির অবদান তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জীবন সংগ্রামে বিজয়ী শিউলী রানী দে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন

যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভার বাসিন্দা শিউলী রানী দে। আর দশজন নারীর মতোই বর্ণিল জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। দু'বছরের মাথায় কোল জুড়ে আসে একটি শিশুপুত্র। কিন্তু শিউলী রানীর সুখ বেশিদিন সইল না। নেশাগ্রস্ত স্বামী দিলীপ কুমার দে'র অত্যাচার সহ্য করতে হয়। একদিন স্বামী সংসার ছেড়ে চলে যান।

অসহায় শিউলী রানী সন্তানসহ খুঁজতে থাকেন ঘুরে দাঁড়ানোর পথ। সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এ বিষয়ে দক্ষতা না থাকায় খুব একটা সফল হলেন না। তবে দমে যাননি শিউলী রানী। এমনই এক সময়ে শিউলী রানী তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) আয়োজিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জানতে পারেন বেনাপোল পৌরসভা দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত নারীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিয়ে থাকে। তিনি আশার আলো দেখতে পান।

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, ইউজিআইআইপি-৩ দেশের ৩৬টি পৌরসভায় নগর সুশাসন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এর অংশ হিসেবে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, যার অন্যতম উদ্দেশ্য অসহায় দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

শিউলী রানী প্রকল্পভুক্ত বেনাপোল পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের আওতায় তিন মাসের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় বেনাপোল পৌরসভা তাঁকে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি পৌরসভা থেকে হস্তশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে কাজ শুরু করেন। চলতে থাকে সেলাই ও হস্তশিল্পের ব্যবসা। অল্পদিনের ব্যবধানে শিউলী স্থানীয় বাজারে তাঁর পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সেই থেকে তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসার পসার বাড়তে থাকে। সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। বর্তমানে তিনি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করছেন। হস্তশিল্প ও সেলাইয়ের ওপর ৭/৮ জন পিছিয়ে পড়া নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর সন্তান উচ্চ মাধ্যমিকে লেখাপড়া করছে।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের সহায়তায় আজ সফল শিউলী রানী আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তাঁর সাথের নারীরাও স্বাবলম্বী হয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আপন মর্যাদায়।

জমিলা বেগম এক সাহসী নারীর প্রতিচ্ছবি

জমিলা বেগমের বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এ প্রত্যয় থেকেই তিনি লড়াই করেছেন সামাজিক প্রথা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও তিনি দমে যাননি। দারিদ্র্যকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন জীবন যুদ্ধে। আজ তিনি অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের প্রেরণার উৎস। জমিলা বেগম তাঁর এই দুঃসময়ে এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (নবীদেপ) প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছেন। এলজিইডির প্রতি তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো বাধা পেরুনো সম্ভব-বিশ্বাস করেন জমিলা বেগম। দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ পৌরসভার সুজালপুরে তাঁর বাড়ি। স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর জীবনের ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি জমিলা বেগমের। তিন কন্যাসন্তান নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে। দমে যাননি তিনি, আপন লক্ষ্যে থেকেছেন অবিচল।

কীভাবে সংসার সামাল দেবেন, কী করে সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে নেবেন, কেমন করে দুমুঠো খাবার জোগাড় করবেন, কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না জামিলা বেগম। সংসারে ছিল না কোনো সহায়-সম্বল, যা আঁকড়ে ধরে তিনি বাঁচতে পারতেন। নিরুপায় হয়ে আশ্রয় নেন মায়ের কাছে। জমিলার মা বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে নাতনিদের মুখে খাবার তুলে দিতেন। তবুও ভেঙ্গে পড়েননি জমিলা বেগম, নতুনভাবে বাঁচতে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়েন। তিনি স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্রঋণ সংগ্রহ করে প্রথমে হাঁসমুরগি ও পরে গবাদিপশু পালন শুরু করেন। তৈরি হয় জমিলা বেগমের আয়ের নতুন উৎস। পরিবারে আসে কিছুটা স্বচ্ছলতা। তিনি সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিন কন্যা সন্তানকে বিয়ে দেন। এরপর তিনি যখন আবার নিঃস্বপ্রায় অবস্থায় পড়েন, তখন এক প্রতিবেশি নারীর কাছে জানতে পারেন এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবীদেপ) এর নগর পরিচালন উন্নতিকরণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি অংশের অধীনে বীরগঞ্জ পৌরসভা অসহায় দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলো দরিদ্রজনগোষ্ঠী ও নারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।

দারিদ্র্যকে পরাজিত করে অর্জিত সফলতার জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে জমিলা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

জমিলা বেগম বীরগঞ্জ পৌরসভা থেকে সেলাই প্রশিক্ষণের ওপর একটি কোর্স সম্পন্ন করেন। একটি পুরোনো সেলাই মেশিন দিয়ে ঘরে বসেই সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাজের পরিধি বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে তাঁর আয়। আবারও জমিলা বেগমের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তাঁর আয়কৃত অর্থ এবং স্থানীয়ভাবে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাজারে কসাইখানা ইজারা নেন। ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেন একটু একটু করে। আজ জমিলার সংসারে আবার ফিরে আসছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় প্রায় পনের হাজার টাকা। আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষ্যে অবিচল থাকলে যে দীর্ঘ বন্ধুর পথও পাড়ি দেওয়া যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জমিলা বেগম। এলাকার সবার কাছে তিনি আজ স্বাবলম্বী নারীর প্রতীক এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য প্রেরণার উৎস।

লিলি আক্তার আত্মনির্ভরশীল নারীর উজ্জ্বল প্রতীক

ফরিদপুর পৌরসভার বাসিন্দা লিলি আক্তার। পদ্মার করাল গ্রাস কেড়ে নেয় সর্বস্ব। নিজভূমে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। আশ্রয় নেন ফরিদপুর পৌরসভার এক বস্তিতে। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে ফরিদপুর পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অবকাঠামো সহায়তা নিয়ে গড়ে তোলেন স্যানিটারি ন্যাপকিন কারখানা। সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়।

ইউজিআইআইপি-৩ এর মাধ্যমে পৌরসভার এসব সহায়তা তাঁর জীবন বদলে দেয়। এ দিন বদলের অগ্রযাত্রায় এলজিইডিকে পাশে পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অবহেলিত নারীদের ভাগ্য বদলে ভূমিকা রাখছেন লিলি আক্তার। পিছিয়ে পড়া নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

২০০৩ সাল। পদ্মার করাল গ্রাসে জমি-জিরাত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন লিলি আক্তারের পরিবার। আশ্রয় নেন ফরিদপুর পৌর এলাকার এক বস্তিতে। শুরু হয় বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। সংসার চালাতে লিলি আক্তারের স্বামী কলা বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু এ সামান্য আয় দিয়ে ছয় সন্তানের পরিবারের তিন বেলা খাবার জোটানো কঠিন হয়ে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে লিলি আক্তার কাজের সন্ধানে নেমে পড়েন।

২০১২ সাল। ফরিদপুর পৌরসভায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় লিলি আক্তার পৌরসভা আয়োজিত স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। ন্যাপকিন বানানোর কারিগরি দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হলেও উপকরণ কেনার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে খুব একটা এগুতে পারেননি। এভাবে কেটে যায় পাঁচটি বছর।

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, ইউজিআইআইপি-৩ দেশের ৩৬টি পৌরসভায় নগর সুশাসন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এর অংশ হিসেবে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, যার অন্যতম উদ্দেশ্য অসহায় দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান। এর আওতায় ২০১৭ সালে ফরিদপুর পৌরসভা থেকে লিলি আক্তার দুই হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেন।

শুরু হয় লিলি আক্তারের নতুন পথচলা। ঋণের টাকায় তিনি ন্যাপকিন তৈরির উপকরণ কিনে ঘরে বসে ন্যাপকিন তৈরির কাজ শুরু করেন। স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির কারখানা ও বিপণনের জন্য পৌরসভা থেকে লিলি আক্তারকে অবকাঠামোগত সহায়তা দেয়া হয়। লিলি আক্তার সন্তানদের নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেন। বাজারে তাঁর তৈরি ন্যাপকিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তিনি পৌরসভা থেকে পুনরায় ঋণ নেন। বেকার ও অস্বচ্ছল নারীদের কাজে অর্ন্তভুক্ত করেন। দিনে দিনে কাজের পরিধি ও বাজার সম্প্রসারিত হতে থাকে।

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক নগর উন্নয়ন সেক্টরে আত্মনির্ভরশীলতার সংগ্রামে অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে লিলি আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

লিলি আক্তার উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিন সাশ্রয়ী মূল্যে দরিদ্র নারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে থাকেন। এতে তারা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় ক্লিনিক ও হাসপাতালে সরবরাহ করেন। পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটিয়ে তিনি মাসে গড়ে দশ হাজার টাকা আয় করছেন। সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করেছেন, কর্মসংস্থানের জন্য এক ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছেন।

নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি এলাকার দরিদ্র এবং বেকার নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থাপন করেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিতে রেখেছেন অমূল্য অবদান। ভবিষ্যতে নারী উন্নয়নে আরও অবদান রাখতে চান লিলি আক্তার।

মোছাঃ মরতুজা বেগম অবহেলিত নারীদের শেরপা

মোছাঃ মরতুজা বেগম যার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন নতুন দিনের প্রত্যাশায়, সেই স্বামী একদিন তাঁকে ফেলে চলে যায় দূরে দুই কন্যা সন্তান ছেড়ে। তাঁর সুখের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। জীবন বাস্তবতার কঠিন আঘাতে জর্জরিত মরতুজা বেগম পড়ে যান অকূল পাথারে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে আজ তিনি ঘুড়ে দাঁড়িয়েছেন অদম্য সাহস আর মনোবল নিয়ে। আর এতে তিনি পাশে পেয়েছেন এলজিইডির হিলিপ প্রকল্পকে। তাই তিনি এলজিইডির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নিঃস্ব থেকে নবজীবন ধারার এক আলোর দিশারী হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার হাসামপুর গ্রামের মোছাঃ মরতুজা বেগম। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে দুই মেয়ে নিয়ে অথৈ সাগরে পড়েন। জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। মাথা গুঁজতে আশ্রয় নেন বাবার বাড়িতে। সেখানেও তিনি ছিলেন অনাহুত। জীবন-জীবিকার সকল আশা যখন ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে মরতুজা বেগম অন্তর্ভুক্ত হন। শুরু হয় নতুন পথচলা। দৈনিক মজুরি ও সমিতিতে সঞ্চিত অর্থের লভ্যাংশ দিয়ে আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করেন। হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল।

এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) দেশের হাওর অধ্যুষিত পাঁচটি জেলার ২৮ টি উপজেলার দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে। এই প্রকল্পের অন্যান্য উপাংশের পাশাপাশি এলাকার দরিদ্র নারী-পুরুষ নিয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে ছোট ছোট চুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের অন্তর্গত ক্লাইমেট এডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রটেকশন (ক্যালিপ) উপ-প্রকল্পের সাহায্যে প্রকল্প এলাকার মানুষকে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্ষমতা বাড়ানো হয়।

মোছাঃ মরতুজা বেগম ২০১৩ সালে হিলিপ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে হিলিপের অন্তর্গত ক্যালিপের মাধ্যমে বেশকিছু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এলসিএস সদস্য হিসেবে শ্রমিক মজুরির ও কাজের লভ্যাংশের আয় থেকে তিনি গবাদি পশু ক্রয় করেন। পাশাপাশি সবজি চাষও শুরু করেন। তাঁর মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা; আগে যা ছিল মাত্র দেড় থেকে দু'হাজার টাকা। বসতভিটার জন্য জায়গা কিনেছেন, বানিয়েছেন টিনের বাড়ি। মরতুজা বেগম দুজোড়া কানের দুল, রূপার পায়েল এবং নাকফুলও কিনেছেন।

মরতুজা বেগমের মনোবল বেড়ে গেছে। এ সাফল্যে তাঁর তৈরি হয়েছে শক্ত সামাজিক ভিত্তি। আজ তিনি দুস্থ নারীদের সমৃদ্ধ জীবনের পথ দেখাচ্ছেন। মরতুজা বেগম মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। করতে চান আত্মনির্ভরশীল। সামাজিক পরিসরে মরতুজা বেগমের বেড়েছে দৃপ্ত পদচারণা। তিনি গ্রাম্য সালিশে অংশ নিচ্ছেন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কণ্ঠ করেছেন উচ্চকিত। তিনি আত্মনির্ভরশীল নারীর উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে পেছনে ফেলে অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে মরতুজা বেগম প্রথম স্থান অধিকার করেন

ইতি সুলতানা
অগ্রগামী নারীর অনন্য প্রতীক

ইতি সুলতানার স্বপ্ন ভেঙে যায় যখন তাঁকে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় স্বামীর গৃহে আসতে হয়। এরপর তাঁর সংসার বৃদ্ধি পায় তিন সন্তানের আগমণে। দারিদ্র্য গ্রাস করে পরিবারকে। নিজের লেখাপড়া শেষ করতে না পারার বেদনা নিয়ে যখন সন্তানদের দিকে তাকান, তাঁর হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। এমনই এক দুঃসময়ে তিনি সুযোগ পান এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় নির্মিত বানেশ্বরদী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার। শুরু হয় তাঁর দিন বদলের গল্প। আজ তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তিনি স্মরণ করেন এলজিইডিকে কৃতজ্ঞচিত্তে।

ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার বানেশ্বরদী গ্রামের ইতি সুলতানা আত্মনির্ভরশীল নারীর এক প্রতিচ্ছবি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। সময়ের পরিক্রমায় ইতি সুলতানা তিন সন্তানের জননী হন। স্বামীর স্বল্প আয়ে ৫ সদস্যের সংসার চলছিল না। এমন ক্রান্তিকালে ইতি সুলতানা এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১)-এর আওতায় বানেশ্বরদী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য পদ অর্জন করেন। একই সঙ্গে বেশকিছু আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ নেন। হয়ে ওঠেন উদ্যোক্তা। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া ভাতা দিয়ে প্রথমে হাঁসমুরগি পালন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে গবাদিপশুর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। এতে ইতি সুলতানার জীবন বদলে যেতে থাকে। তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১) বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্যার কবল থেকে ফসল সুরক্ষা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। একই সঙ্গে এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত ছিলেন উপকারভোগীগণ। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। সমিতির সদস্যদের মানবসম্পদে পরিণত করতে দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ। রয়েছে সঞ্চয় কার্যক্রম, যেখান থেকে সদস্যগণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকেন।

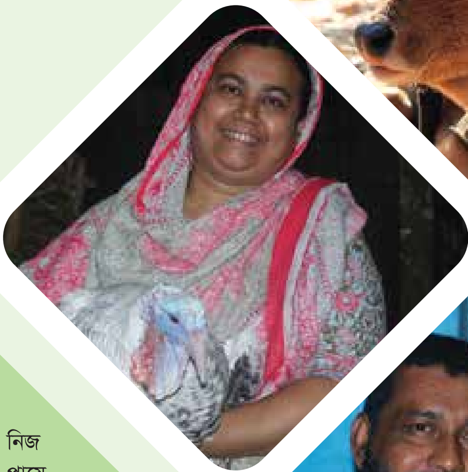

নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে ইতি সুলতানা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

এলজিইডির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে ইতি সুলতানার মাসিক কোনো আয় ছিল না। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ১২,০০০ টাকা। ছেলে-মেয়েদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারছেন। বাড়িতে নলকূপ ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। বসতবাড়ি আধাপাকা করে বর্ধিত করেছেন। উপার্জিত অর্থ দিয়ে ডেইরি ফার্ম করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেবল নিজে নয় অন্য দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ইতি সুলতানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করছেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য। অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা, সামাজিক গতিশীলতা ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে ইতি সুলতানার এক ভিন্ন পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আজ অগ্রগামী নারীর অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

নূরজাহান বিবি
আলোর দিশারী

গরিব মা-বাবার সংসার ছেড়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রাজশাহীর তানোর উপজেলার নূরজাহান বিবি আসেন স্বামীগৃহে। যাঁর নামের অর্থ পৃথিবীর আলো, তাঁরই ঘরে ছিল চির অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে আজ ফুটেছে স্নিগ্ধ আলো। নূরজাহান বিবি ঘুরিয়ে দিয়েছেন জীবনের চাকা। এলজিইডির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হয়েছেন। আজ তিনি স্বাবলম্বী। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন অন্যান্য দুস্থ নারীদের জন্য। তাঁর এ অভাবনীয় সাফল্যে এলজিইডির প্রতি তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

জীবন যুদ্ধে হার না মানা এক অদম্য নারী নূরজাহান বিবি। তিনি স্বউদ্যোগে নিজের ভাগ্য গড়েছেন। আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নূরজাহান বিবির জন্ম রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের যশপুর গ্রামে। তাঁর বাবা-মা ছিল গরিব ও ভূমিহীন। অভাবের তাড়নায় নূরজাহান বিবির বাবা-মা ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী পিয়নের চাকরি করতেন। বেতন ছিল অনিয়মিত। অভাব-অনটন ছিল সংসারের নিত্যসঙ্গী। সংসারে জন্ম নেয় দুই মেয়ে ও এক ছেলে। অভাব নূরজাহান বিবির পারিবারিক জীবনকে জর্জরিত করে তুলে। ঠিক এমন এক বন্ধ্যা সময়ে নূরজাহান বিবিকে তাঁর স্বামী তালাক দেয়। তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সংসার কীভাবে চালাবেন সে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় এনজিওতে কাজ পেলেও নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় তার চাকরি চলে যায়।

২০০৩ সালে তিনি এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে এলজিইডির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বানিয়াল-ইলামদহী উপ-প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন। ২০০৪ সালে ১০০ টাকার একটি শেয়ার ও ৫০ টাকা সঞ্চয় জমা দিয়ে নূরজাহান বিবি এ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির লিমিটেডের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। এ সমিতির সভায় তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন। শেয়ার, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা সম্পর্কে জানতে থাকেন। এসব সভার আলাপ-আলোচনা তাঁকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা যোগাতে থাকে।

আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে নূরজাহান বিবি যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

নূরজাহান বিবি ২০০৭ সালে সমিতি থেকে ২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই অর্থ দিয়ে তিনি ছাগল ক্রয় করেন। পরবর্তীতে জন্ম নেওয়া দশটি ছাগলের মধ্য থেকে সাতটি ছাগল বিক্রি করে গাভি কিনেন। একইসঙ্গে তিনি হাঁস-মুরগি পালন ও শাকসবজি চাষ শুরু করেন। ইতিপূর্বে প্রাপ্ত দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগাতে ২০০৮ সালে ৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কেনেন। সবজি চাষ ও সেলাইয়ের কাজ করে তাঁর বেশ ভালো আয় হতে থাকে। সংসারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে তিনি কুড়িজন নারীকে দর্জি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। নূরজাহান বিবি গবাদি পশু কিনেছেন, কিনেছেন পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। সুখ ও স্বস্তির হিমেল পরশ এসেছে পরিবারে। তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। নূরজাহান বিবির এ অর্জন অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছে অনুকরণীয়।

মায়া রানী বিশ্বাস আত্মনির্ভতার সাফল্যে ভাস্বর

মায়া রানী বিশ্বাস চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যে বিশ্বাস বুকে নিয়ে শুরু করেছিলেন নতুন পথচলা, আজ তা সাফল্যের মুখ দেখেছে। একদিন খেয়ে না খেয়ে সন্তানদের উপোষ রেখে কেটেছে তাঁর দিবস-রজনী, আজ তাঁর কুঁড়ে ঘরের পাশেই তৈরি হয়েছে একটি নতুন চকচকে টিনের ঘর। পাকা বাড়ির দেয়াল উঁকি দিয়েছে আকাশপানে। দুই সন্তান শিক্ষিত হচ্ছে। ঘরে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তির সামগ্রী। যে দারিদ্র্য একদিন তাঁর পরিবারকে ভূলুণ্ঠিত করেছিলো, তাকে তিনি পরাজিত করেছেন। আজ তিনি আত্মনির্ভরশীলতার সাফল্যে ভাস্বর।

মায়া রানী বিশ্বাস কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবল কাজে লাগিয়ে পৌঁছেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। তিনি আজ আত্মনির্ভরশীল নারীর এক স্বীকৃত প্রতীক। মায়া রানী বিশ্বাসের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ঠাকুর বাখাই ইউনিয়নের পূর্ব বাখাই গ্রামে। এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে মায়া রানী বিশ্বাসের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বাবা-মা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী ছিলেন স্বল্পআয়ী। এতে সংসার চলছিল না। সময়ের পরিক্রমায় তাদের সংসারে আসে দুটো ফুটফুটে সন্তান। শুরু হয় দুর্বিষহ জীবন। অতঃপর দিনবদলের আশায় মায়া রানী বিশ্বাস এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১) এর আওতায় বাস্তবায়িত নাকানান্দা বাটিকুঁড়া উপ-প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য পদ অর্জন করেন। একই সঙ্গে নেন জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ। নতুন আয়-রোজগার ও প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মায়া রানী বিশ্বাস আত্মনির্ভরতার শক্ত ভিত নির্মাণ করেন।

মায়া রানী বিশ্বাস ২০১৩ সালে নাকানান্দা বাটিকুঁড়া পানি সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য পদ লাভ করেন। এ সমিতির প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া সম্মানী ও এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গবাদিপশু ক্রয় করেন। পাশাপাশি সবজি চাষ শুরু করেন। যুগপৎভাবে, মায়া রানী বিশ্বাস কৃষি বিভাগের সহায়তায় পানের বরজ তৈরি করেন। এতে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আসতে শুরু করে। আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল ২,০০০ টাকা, বর্তমানে মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ টাকা।

দারিদ্র্যকে জয় করায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মায়া রানী বিশ্বাস যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

মায়া রানী বিশ্বাসের সংসার থেকে আজ অভাব দূর হয়েছে। তিনি বেশকিছু পারিবারিক সম্পদ করতে সক্ষম হয়েছেন। বাড়িতে স্থাপন করেছেন নলকূপ ও টয়লেট। ক্রয় করেছেন টেলিভিশন, মোবাইল সেট ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। তিনি তাঁর কুঁড়ে ঘরের পাশে একটি টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। এখন একটি পাকা ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে লেখাপড়া করছে।

মায়া রানী বিশ্বাস পরিবারে ও সমাজে সুদৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাখছেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। তিনি শিশুদের জন্মনিবন্ধনে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্য নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছেন। মায়া রানী বিশ্বাস কেবল নিজেই নয় অন্য দুস্থ ও অসহায় নারীদের সাফল্যের সারথি করেছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য
২০১০-২০১৮

২০১০ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, সমঅধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার

২০১১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগঃ
নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন

২০১২ কিশোরী তরুণী বালিকা মিলাও হাত
গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ

২০১৩ নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

২০১৪ অগ্রগতির মূলকথা নারী-পুরুষ সমতা

২০১৫ নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন

২০১৬ অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান

২০১৭ নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা
বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা

২০১৮ সময় এখন নারীরঃ উন্নয়নে তারা
বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০১৮

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১০	১ম	মোছাঃ সাবেকুন নাহার বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি *	মোছাঃ ফরিদা আক্তার কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	বীরঙ্গনা মহালদার ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	মোছাঃ জাহানারা বেগম বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নুরজাহান) হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	মায়ারাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ জাহেদা খাতুন শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মোছাঃ সাহেদা খাতুন পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১১	১ম	আছিয়া বেগম পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি - ১৬	মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মর্জিনা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	চন্দ্রমালা দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আছিয়া কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	কুলসুম নোয়াখালী	আরডিপি - ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	মল্লিকা রাণী দাস সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	হাসিনা বেগম শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মনোয়ারা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	সাবিনা বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি - ২	মরিয়ম বেগম লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৩য়	হিরা বেগম মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	শিউলি আক্তার জামালপুর সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	আলেয়া পারভীন তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৪র্থ	এমিলি রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সালমা বেগম খুলনা শহর বস্তি এলাকা, খুলনা	ইউপিপিআরপি	আম্বিয়া খাতুন গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৫ম	শাহিনা আক্তার ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	উম্মে মাকসুমা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	শিরিন আক্তার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১

* যে সকল প্রকল্পে সম্পৃক্ত থেকে আত্মনির্ভরশীল নারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। ২৯নং পৃষ্ঠায় সেসব প্রকল্পের পূর্ণ নাম দেওয়া হলো।

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১৩	১ম	জাহেদা বেগম রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	শিউলি আক্তার মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	রূপ বানু লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	সন্ধ্যা রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সোনিয়া বেগম ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	রানু বেগম বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	কাজি শারমিন মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	নারগিস বেগম চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	তানজিলা খাতুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৪	১ম	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ রুখছানা পারভিন বগুড়া	ইউপিপিআরপি	মধুরা দ্রং ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মাহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ সাহেরা বানু পাবনা	ইউজিআইআইপি - ২	জরীনা আখতার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	সন্ধ্যা রানী আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি - ২	ইতি রানী শীল ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি - ২	শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫	১ম	মোছাঃ পেয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ বুলিনা আক্তার বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ কাবিরন নেছা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
	২য়	মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	মোছাঃ সাহিমা বেগম নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	ময়না আক্তার শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
	৩য়	ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	শমিমা নাসরিন বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	সুলতানা আক্তার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	মোছাঃ রেজিয়া বেগম নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মেহেরুনিকা চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মকলুদা খাতুন (সোমা) সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	মোছাঃ খোদেজা বেগম কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রতিবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি - ২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রিক্তা খাতুন রিতা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১৭	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মাজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	আরইআরএমপি - ২	তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি - ২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি

* প্রকল্পের নামঃ

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি - ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি - কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ - রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
আরডিপি ১৬ - রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪ - রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি - রুরাল এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২ - রুরাল এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২ - সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি - রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেস ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি - সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

নগর উন্নয়ন সেক্টর

এলপিইউপিএপি - লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
এনওবিআইডিইপি - নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২ - সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি - আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি - আরবান গভার্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২ - সেকেন্ড আরবান গভার্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি - হাওর ইনফ্রাস্টাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি - হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট - ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি - পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১ - স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২ - স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা) - স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর এলাকা)

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের ভারত সফর

এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় স্বাবলম্বী নারীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে আসছে। এ সম্মাননা একদিকে সাফল্যের স্বীকৃতি অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া নারীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। আত্মনির্ভরশীল সফল নারীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এলজিইডির বৃহত্তর রাজশাহী সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় ২০১৩ সালে তিনজন সফল আত্মনির্ভরশীল নারী ও প্রকল্পের পনেরো জন সুবিধাভোগীর জন্য ভারত সফরের আয়োজন করা হয়। পরিদর্শন দল ১৫ থেকে ২৩ এপ্রিল ভারতের মহিশুর রিসেটেলমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (মাইরাধা) পরিদর্শন করে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের দরিদ্র নারীদের আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে মাইরাধা মডেল সম্পর্কে অবহিত হওয়া। বিশেষত এ মডেল ব্যবহার করে ভারতের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া নারীরা কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা লাভ করা। একই সঙ্গে, দরিদ্র নারীরা কীভাবে আত্মনির্ভরশীল দল ও ফেডারেশন গঠন করেন সে বিষয়ে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কমিউনিটি ম্যানেইজড রিসোর্স সেন্টার ও মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন সেই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাংলাদেশের নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে মাইরাধা মডেল থেকে কী কী শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কর্ণাটক রাজ্যে তিব্বত থেকে আসা দরিদ্র অভিবাসীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে মাইরাধা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৮০-এর দশকে মাইরাধা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করে। আত্মনির্ভরশীল দলগুলো কীভাবে দরিদ্র নারীদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করে সেই সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন সফরকারী সদস্যরা। এ সফর এলজিইডির সহযোগিতায় আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের আস্থা ও বিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারত সফরের
আলোকচিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা

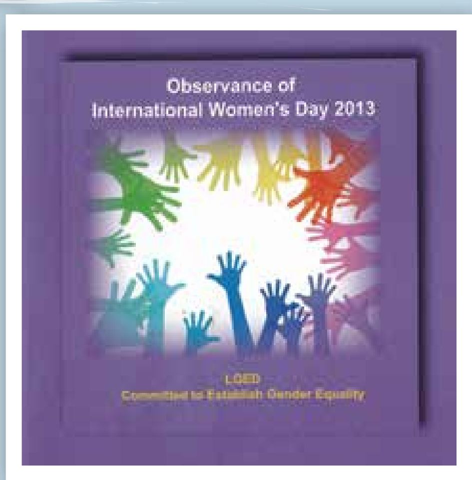

International Women's Day 2014
নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতার পথ তৈরিতে এলজিইডি
LGED: Path Builder to Women Empowerment & Equality
Background

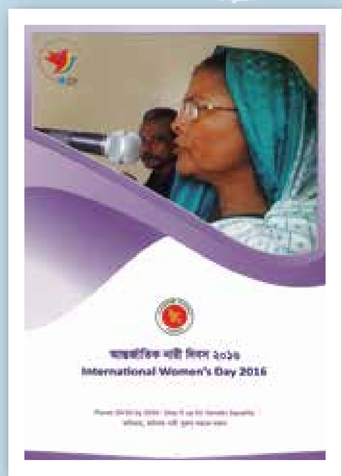
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬
International Women's Day 2016

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
International Women's Day 2017
Be bold for change
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

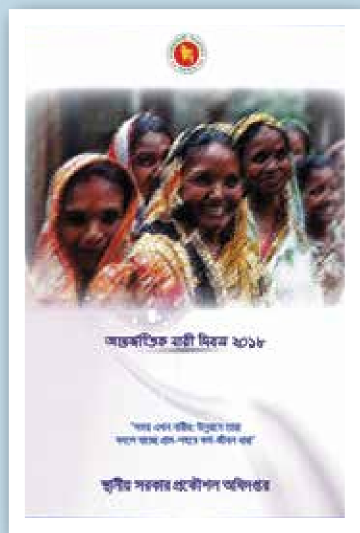
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন: ফটো অ্যালবাম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপনে
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান ও আলোচনা অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান ও আলোচনা অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস -২০১৭
Climate Resilient Rural Infrastructure Project (CRRIP)
LGED-DANIDA, PSU-BARISAL

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান ও আলোচনা

নারী দিবস ৮ই মার্চ-২০১৮ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd